Subornorekha O Kasher Golpo by Buddhadeb Guha

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

সুবর্ণরেখা ও কাশ এর গল্প

বুদ্ধদেব গুহ

পিপুলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পরে সুবর্ণরেখা উত্তর আমেরিকার হিউস্টনের পাট চুকিয়ে দিয়ে দেশে ফিরে এসেছে শুনেছি। তার নাকি একটি মেয়ে, নাম দিয়েছে কোপাই। এখন তার বয়স হয়েছে ষোলো। পুনের একটি পাবলিক স্কুলে পড়াশুনা করছে সে।

সুবর্ণরেখা একাই থাকে ইন্দোরের কাছে সিপারিয়া নামের একটি জায়গাতে। ওদের বাগানবাড়িতে। ওর ই-মেল এবং ফ্যাক্স নাম্বার দিয়েছিল সুদীপ্ত বেশ কিছুদিন। কিন্তু কলকাতা থেকেও ইন্দোরের ডায়রেক্ট ফ্লাইট কানেকশান নেই কোনও। কলকাতা তো এখনও গ্রামই হয়ে আছে। ঠিক করেছিলাম বম্বেতে কাজে এলেই ওখান থেকে একটা ফোন করে সুবুর হোয়ার‍্যাবাউটস জেনে নিয়ে দেখে আসব একবার ওকে।

শান্তিনিকেতন যতই বদলে গিয়ে থাকুক, বুঝতে পারি, সুবর্ণরেখা নিজের পরিবেশ ও বিবেককে শান্তিনিকেতনেরই মতো করে রেখেছে। সুদীপ্ত বলছিল, ও নাকি বসন্তোৎসব, পৌষোৎসব, মাঘোৎসব সবই করে সিপারিয়াতে। এমনকী হলকর্ষণ উৎসবও করে। অনেক বিঘা জমি আছে ওদের বাড়ির হাতার মধ্যে সেখানে।

শান্তিনিকেতনের ছাত্র আমি ছিলাম না কোনও দিনও বরং শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের আমরা ঠাট্টা করে বলতাম 'এই ষাঁড়, সরে যা'। মানে তারা নাকি এমনই লালিমা পাল (পুং) যে ষাঁড় গুঁতোতে এলে তারা ওই ভাবেই ষাঁড়কে 'বকে দিত'। আমি শান্তিনিকেতনে না পড়লেও শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যোগসূত্র গভীর ছিল নানা কারণে।

ছেলেদের পছন্দ না করলে কী হয় শান্তিনিকেতনের মেয়েদের আমার চিরদিনের পছন্দ। 'মেয়েলি মেয়ে' বলতে আমি যা

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com

বুঝি, তারা তাই। অথচ তারা সপ্রতিভ, রসবোধ আছে তাদের অধিকাংশরই, ছেলেদের সঙ্গে শিশুকাল থেকে মেলামেশা করার কারণে তারা আদৌ সহজলভ্য না হলেও অনেক সহজ। মানে সহজ হওয়ার শিক্ষা তাদের অনেকেরই থাকে। তা ছাড়া, কলাভবন ও সঙ্গীত ভবনের মেয়েদের মধ্যে অধিকাংশই এমন, যে নাচ, গান, আঁকা এবং আলপনার মাধ্যমে তারা একজন পুরুষের জীবনে অন্য মাত্রা আনে। সেই মাত্রার ভূমিকা যে কী তা পুরুষ মাত্রেই জানে।

এ বারে বম্বেতে এসেই সুবর্ণরেখাকে ফোন করলাম। খুব অবাক হল ও। বলল, কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলে তুমি ? এতগুলো বছর ? বললাম, হারিয়ে গিয়েছিলাম বলেই তো ফিরে এলাম। না হারালে কি অবাক হতে আমার গলা শুনে ? তা ছাড়া, অনেক মানুষ যেমন ইচ্ছে করে হারিয়ে যায় অনেককে আবার ইচ্ছে করে হারিয়ে দেওয়াও হয়। যা হয়েছিল তা ভালরই জন্য।

কার ভাল ?

হয়তো দু'জনেরই ভাল।

কোথা থেকে বলছ ?

বম্বে, থুরি মুম্বাই।

দেখা হবে না ? পিপুলের কথা শুনেছ ?

হ্যাঁ। শুনেছি। সবই সুদীপ্তর কাছে।

আসতে পারবে না একবার ? এক দু'দিনের জন্যও ?

আমি তো চিরদিনেরই জন্যে আসতে পারি। মুম্বাই থেকে তো হপিং ফ্লাইট আছে ভোপালের, ইন্দোর হয়ে যায়। চলে আসছি। শুক্রবার যাব রবিবার বিকেলে ফিরে এসে মুম্বাই এয়ারপোর্ট থেকেই কলকাতার ফ্লাইট ধরব বিকেলে। তোমার ডেরার ডিরেকশানটা একটু দাও।

হ্যাঁ, তোমার কাছে পোস্টাল অ্যাড্রেস তো আছেই। ইন্দোর থেকে ধার এ যাওয়ার পথের ওপরেই পরে। যে কোনও ট্যাক্সিওয়ালাকে সিপারিয়া যাব বললেই নিয়ে যাবে। বাংলোর নাম 'দ্যা রিট্রিট'। তবে ট্যাক্সিওয়ালা নাও চিনতে পারে। বলবে নীল বাংলা। বাংলোর রঙ নীল, তাই।

তবু ভাল, নীল-কুঠি নয়।

মধ্যপ্রদেশে তো আর নীলের চাষ হত না, নীল-কুঠি এখানের কেউ জানে না।

শহর থেকেই মানে আমার হোটেল থেকে কতক্ষণ লাগবে ?

তুমি হোটেলে উঠছ নাকি ইন্দোরে ? কাজ আছে ?

না, না। কাজ বলতে একমাত্র সুবর্ণরেখা-দর্শন।

তবে হোটেলে থাকতে যাবে কেন ? তুমি আমার কাছেই থাকবে।

তোমার কাছে একবার থাকতে চাওয়াতে, কী হেনস্থা করেছিলে, মনে আছে ? তোমার কাছে থাকতে চাওয়ার মতো সাহস নেই আমার। ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। যদিও মেঘে আর সিঁদুর লাগবে না। তবু ভয় তো করেই।

শক্তিদার সেই কবিতাটি পড়োনি তুমি ?

কোন কবিতা ?

'সকাল থেকে আমার ইচ্ছে
একধরনের সাহস দিচ্ছে
উড়ে না যাই'।

ফ্লাইট ক'টায় ?

চেক করিনি। আটটা ন'টাতে পৌঁছবে।

আমি নিজে যাব না। তোমার ঘর গোছাতে হবে। পর্দা, বেড-শিট, বেড-কভার সব বদলাতে হবে। তুমি আমার ঘরে আসছ বলে কথা। এই শুক্রবারই আসছ তো ? ড্রাইভার এবং পোপটলাল যাবে এয়ারপোর্টে। তোমার নাম লেখা বোর্ড নিয়ে অ্যারাইভাল লাউঞ্জের বাইরে থাকবে। পোপটলাল পুরোনো দিনের গুজরাটিদের মতো। মাথাতে গোল টুপি পরে। 'লাল কলকাতার' মানুষ আসছে, তাই লাল টুপি পরে যেতে বলব।

সে কে ? পোপটলাল ? এতদিন পরে এত দূরে এসেও কি তোমাকে একটু নির্জনে পাব না ?

আরে পোপটলাল আমার প্রেমিক নাকি ? না ভাসুর ? সে আমার খিদমদগার, ম্যানেজার, অন্ধের ছড়ি।

ঠিক আছে। তা হলে শুক্রবার দেখা হচ্ছে।

হ্যাঁ। প্লেনে ব্রেকফাস্ট খেও না কিন্তু। তোমার জন্য চিঁড়ের পোলাও রেঁধে রাখব আর পায়েস। যা তুমি ভালবাস খেতে।

ভালবেসে যা কিছুই খেতাম একদিন, তার সব কিছুই কি খাওয়াবে ?

অসভ্যতা করবে না। পোপটলাল এক সময়ে কুস্তি লড়ত, তা জানো ?

***

গাড়ি থেকে পর্চে নেমে আমি বললাম, একটা সময়ে কলকাতার বাইরে যে বাঙালিই বাড়ি করতেন তার নামই কি "The Retreat" রাখা হত ?

সুবর্ণরেখার বাবা মধ্যপ্রদেশ ক্যাডারের আই এ এস ছিলেন। চিফ সেক্রেটারিও হয়েছিলেন এক সময়ে। তখনি মনস্থ করেন যে মধ্যপ্রদেশেই সেটল করবেন। এই ধার জেলায় বিঘে দশেক খাস জমি নিজের নামে, অবশ্য ন্যায্য দামেই কিনে নিয়ে এই বাংলা বানিয়েছিলেন শুনেছি। তাঁর এবং সুবর্ণরেখার মায়ের মৃত্যুর পরে ফাঁকা পড়েছিল এ বাড়ি। পিপুল তাকে মুক্ত করে দেওয়ার পর ওখানেই ফিরে এসেছে। ভালই করেছে। প্রকৃতির মধ্যে না থাকলে মানুষ অমানুষ হয়ে ওঠে অজানিতে।

কথাটা মন্দ বলোনি। এ ব্যাপারে একটা সমীক্ষা করলে মন্দ হয় না।

সুবর্ণরেখা বলল চান করে এসেছ তো বম্বে থেকে ?

অবশ্যই। চান করেই তো মানুষ মন্দিরে যায়।

তা হলে চলো ব্রেকফাস্ট খেয়ে নেব আগে।

বারান্দায় রোদে বসে গেলে হত না ?

রোদ আমার ডাইনিং রুমেও আছে। পিছন থেকে রোদ আসবে।

বা: সত্যি বাংলোটি দারুণ। আর কত সব বড় বড় গাছ। কত রকমের গাছ। কত পাখি।

তোমার জঙ্গলের নেশা এখনও যায়নি দেখছি।

না যায়নি।

পিপুল জঙ্গল একদমই দেখতে পারত না। বলত, ওকে পোকা কামড়ায়। মশা ও নানারকম পতঙ্গ ওর সঙ্গে শত্রুতা করে।

তাই ?

হ্যাঁ।

পিপুলকে আমার তেমন ভাল মনে নেই। বিয়ের দিনই তো যা দেখেছিলাম। তাও শুধু বরবেশে। পরে অন্য বেশে দেখলে হয়তো চিনতেই পারতাম না।

তা ঠিক।

এক সাধুর কাছে শুনেছিলাম যে জঙ্গল শুদ্ধ আত্মার মানুষ ছাড়া অন্যদের অপছন্দ করে।

তাই ? হেসে বলল -- সুবু।

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম -- তুমি সুখী ছিলে তো, পিপুলের সঙ্গে ?

কী ব্যাপারে ?

মানে তোমার দাম্পত্যে ?

এর উত্তর এক কথায় দেওয়া যায় না। তা ছাড়া এই প্রশ্ন খুব একটা শোভনও নয়। আর সুখ কাকে বলে তা কী তুমি জানো কাশ ?

আমার নিজস্ব একটি সংজ্ঞা অবশ্যই আছে সুখের।

হয়তো আমারও তাই ছিল। একটা সময় পর্যন্ত সকলেরই তা থাকে।

বা: সত্যি বাংলোটি দারুণ। আর কত সব বড় বড় গাছ। কত রকমের গাছ। কত পাখি।

তোমার জঙ্গলের নেশা এখনও যায়নি দেখছি।

না যায়নি।

পিপুল জঙ্গল একদমই দেখতে পারত না। বলত, ওকে পোকা কামড়ায়। মশা ও নানারকম পতঙ্গ ওর সঙ্গে শত্রুতা করে।

তাই ?

হ্যাঁ।

পিপুলকে আমার তেমন ভাল মনে নেই। বিয়ের দিনই তো যা দেখেছিলাম। তাও শুধু বরবেশে। পরে অন্য বেশে দেখলে হয়তো চিনতেই পারতাম না।

তা ঠিক।

এক সাধুর কাছে শুনেছিলাম যে জঙ্গল শুদ্ধ আত্মার মানুষ ছাড়া অন্যদের অপছন্দ করে।

তাই ? হেসে বলল -- সুবু।

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম -- তুমি সুখী ছিলে তো, পিপুলের সঙ্গে ?

কী ব্যাপারে ?

মানে তোমার দাম্পত্যে ?

এর উত্তর এক কথায় দেওয়া যায় না। তা ছাড়া এই প্রশ্ন খুব একটা শোভনও নয়। আর সুখ কাকে বলে তা কী তুমি জানো কাশ ?

আমার নিজস্ব একটি সংজ্ঞা অবশ্যই আছে সুখের।

হয়তো আমারও তাই ছিল। একটা সময় পর্যন্ত সকলেরই তা থাকে।

তা থাক। সুখী থাকলেই হল।

আর তুমি?

সত্যি কথা বলতে কী, এমনই দৌড়ে বেড়ালাম গত কুড়িটা বছর যে আমি সুখী না দুখী তা ভাবার অবকাশটুকুই হল না। আমি একটা হতভাগা।

তুমিও দেখি এন আর আই-দের মতো মানসিকতার হয়ে গেলে।

তাদের মানসিকতাটা কী?

আমি জানি না। তবে সত্যিই রণ-পা চড়ে ছুটে চলেছি আমি অবিরাম। এখন আর নামতে পারছি না।

বোসো। এবারে রণ-পা থেকে নামো। জীবনের রণ-পা থেকেও। বলেই, চেয়ার টেনে দিল সুবর্ণরেখা আমাকে, বসবার জন্যে। রোদে পিঠ দিয়ে বসলাম আমি।

সিরিয়ালস খাবে কি দুধ দিয়ে তুমি? গরুর দুধ? ঠান্ডা না গরম? গরুর বাছুররাও জন্মের মাসখানেক পরে দুধ ছেড়ে দেয় আর মানুষেরা আজীবন যে কেন গরুর দুধ খেয়ে মরে তা তারাই জানে। আমি বললাম।

ও বললো, প্রবাসের অভ্যেস। সিরিয়ালস আর দুধ ছাড়া ব্রেকফাস্ট কথা তো স্টেটসে ভাবাই যায় না।

তা ঠিক। আমি তাই দেখেছি। ইদানীং যেন এই বাতিক বেড়েছে। তবে দেশে যখন এসেছ চিঁড়ে, মুড়ি, খই খাও না কেন? বাক্সবন্দি সিরিয়ালই যে খেতে হবে তার মানে কী?

সে কথাও ঠিক। আসলে বঙ্গভূমের মতো চিঁড়ে, মুড়ি, খই-এর চল তো এদিকে নেই।

ছাতুও খেতে পারো। বিশুদ্ধ ভারতীয় বস্তু। বিশেষ করে গরমের সময়ে। গরমে যবের ছাতুর তুলনা নেই। শরীর ঠান্ডা করে। মন স্নিগ্ধ করে।

মিছিমিছি শরীর ঠান্ডা করার দরকারই বা কী? তুমি দেখছি সেই ছেলেবেলারই মতো বাতিকগ্রস্থই রয়ে গেছ। বদলাওনি একটুও।

কিছু তো একটা নিয়ে থাকতে হবে।

কী ?

বাতিক।

তাই ?

হুঁ।

কফিতে চুমুক দিতে দিতে সুবর্ণরেখা বলল, বিস্তির কী খবর ?

শুনেছি, ভাল আছে।

কোথায় আছে ?

অস্ট্রেলিয়ায়।

ওর স্বামী কী করে ?

শুনেছি ভেটেরেনারি সার্জন।

আর বিস্তি ?

ও ওই ভেট এর ভেট।

ইয়ার্কি করো না।

তা বঙ্গভূমে কি মেয়ের অভাব পড়েছিল ? বিস্তি ফস্কে গেল বলে তুমি ব্যাচেলর রইলে কেন ?

ফসকে তো তুমিও গেছিলে। এসব ফস্কানোর ব্যাপার নয়। বিয়েটা হচ্ছে প্রি-ডেস্টিনড ব্যাপার। তাছাড়া, A bachelor is a souvenir of a woman who has found a better one at the last moment.

তা তো তুমি বলবেই। তুমি একটি ভিতু ছিলে এক নম্বরের।

এটা মেয়েদের স্টক আর্গুমেন্ট। এসব ব্যাপারে তোমরা যখন সিদ্ধান্ত নাও, তখনও যাদের পা জীবনের জমিতে শক্ত করে প্রোথিত হয়নি সেই সব পুরুষের বিরুদ্ধেই ওই অনুযোগ তোমরা করে এসেছ চিরটা কাল। এর জবাব তাদের মুখে জোগায়নি।

যাকগে যাক সে সব কথা। চিঁড়ের পোলাউটা কি ভাল হয়নি? ভাল করে খেলে না যে।

অনেকই ত খেলাম। তারপর হেসে বললাম, রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন না যে, ভাল জিনিস অল্প বলিয়াই ভাল।

কলকাতাতে থাকো কোথায় এখন? জিজ্ঞেস করল।

বাবার মৃত্যুর পরই তো আমাদের বাড়ি বিক্রি হয়ে যায়। সম্প্রতি ফ্ল্যাট কিনেছি গল্ফ ক্লাব রোডে। রয়্যাল ক্যালকাটা গল্ফ ক্লাবের সবুজ মাঠ দেখা যায় আমার তিনতলার বারান্দা থেকে। একবার থেকো গিয়ে, আমি তখন থাকি আর নাই থাকি। অসুবিধা হবে না তোমার। দুটি একস্ট্রা বেডরুম আছে।

একাই থাকো?

দোকাতো হয়নি। তবে সবসময়ে একা নয়। আমার একমাত্র ছোট ভাই শিষ, যে তোমাকে খুব পছন্দ করত, মনে আছে? সেই মাঝে মাঝে থাকে, যখন কলকাতায় আসে তখন। ও আর্টিস্ট। বোহেমিয়ান জীবনযাপন করে। একটি ইস্ট-জার্মান মেয়ে ওর গার্ল ফ্রেন্ড। সেও ছবি আঁকে। আশ্চর্য সম্পর্ক ওদের দুজনের।

ওও বিয়ে করেনি?

না: দাদার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। তবে ওরা লিভ-টুগেদার করে। এমন প্লেটোনিক সম্পর্ক আমি খুব কমই দেখেছি।

ফাইন, বিয়ে না করে ভালই করেছে। বিয়েটা একটা Sham ব্যাপার। একটা ছুতো। Alibi। বিয়ে মাত্রই marriage of convenience। সেই কনভিনিয়েন্সটা পরে এক বিস্বাদ অভ্যেসে দাঁড়িয়ে যায়। একটা pointless গোলোকধাঁধায়। আধুনিক মানুষদের বিয়ে না করাই ভাল। বিয়ে মানেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই Boredom, যা আমাদের জীবনে সবচেয়ে বড় অভিশাপ।

বিয়ে না করলে কোপাইকে কোথায় পেতে? আমি বললাম।

সেটা ঠিক।

একশো বার ঠিক। সন্তানই বিয়ের সবচেয়ে দামি ফসল। কিন্তু সেতো সিঙ্গল প্যারেন্টও পেতে পারেন।

তা অবশ্যই। ভবিষ্যতে হয়তো তেমনই বেশি হবে। নিনা গুপ্তর মতো মায়ে ভরে যাবে দেশ।

রান্না বান্না করে কে তোমার ? না কি প্রবাসীদের মতো নিজেই কর ? সুবর্ণরেখা জিজ্ঞেস করল।

নিজে করি না। বলতে গেলে নিজে কিছুই করি না। আমার জয়নগরের হরিপদ আছে। সেই আমার বৌ, সেই আমার সন্তান, সেই আমার কুক, আমার ভ্যালে, আমার নার্স। ফার্স্ট ক্লাস আছি।

তুমি সেই কোম্পানিতেই আছ ? সুইডিশ না স্যুইস কি যেন ?

হ্যাঁ, স্যুইস। সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট।

এরপর কী ? প্রেসিডেন্ট ?

রিটায়ার করব ভাবছি। প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, শেয়ার ভ্যালু সব মিলিয়ে যা পাব তাতে বাকি জীবনটা হেসে খেলে চলে যাবে। কবিতা পড়ব, ছবি আঁকব, গল্ফ খেলব, মাছ ধরব, আকণ্ঠ হুইস্কি খাব, I will beat it up.

হাঃ, কী অ্যাম্বিশান !

অ্যাম্বিশন ব্যাপারটা একেবারে Custom built ব্যাপার। অ্যামবিশানের কোনও জেনারালাইজেশান হয় না। যারা এ ব্যাপারে অন্যকে রোল-মডেল করে, তারা মানুষই নয়। তাদের মস্তিস্কে গ্রে-ম্যাটার কম আছে।

তা অবশ্য ঠিক হতেও পারে।

তারপর সুবু বলল, আসল ব্যাপারটা কী জান কাশ ? আমাদের মধ্যে খুব কম মানুষই বাঁচে জীবনে। পাখিরা যেমন বসন্ত আসার এক মাস আগে থেকে খড়কুটো খুঁজে পেতে তাদের বাসা বানায়, তারপরে তাদের সঙ্গীর সঙ্গে মিলিত হয়ে ডিম পাড়ে, তরপরও সেই ডিমকে ফোটায় তার নিজের তলপেটের চাপে, মানুষও তাই করতে চায়। কিন্তু আমার মনে হয় ডিম পাড়া, ডিম ফোটানো অবধি ব্যাপারটা একইরকম থাকলেও তার পরের ব্যাপারটা পুরোপুরি অন্যরকম হয়ে যায়।

ঠিক বুঝলাম না কাশ তোমার কথা। সুবর্ণরেখা বলল।

তুমি জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তী পড়েছ কি ?

না।

পড়ো। উনি বলেছেন যে আমাদের মধ্যে খুব কম মানুষই বর্তমানে বাঁচি। উনি মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে বাঁচতে বলেছেন। ধরো, আমাদের আজ সকালের এই মুহূর্তটি। তোমার এই সুন্দর খাবার ঘরে বসে আছি আমরা দু'জন। রোজেনথাল আর ওয়েজউডের ক্রকারির উপর রোদ এসে পড়েছে। আমাদের ব্রেকফাস্ট খাওয়া শেষ হয়ে গেছে কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে বাঁচছি না। এর পরে কী করব, রাতে কী করব, অথবা কালকে কী করব তাই ভাবছি। আমরা ভাবছি, শান্তিনিকেতনে পনেরো বছর আগের পৌষমেলার সময়ে ইন্দ্রদার সুবর্ণরেখা দোকানের সামনে মোড়া পেতে বসে অথবা কালোর দোকানের বেঞ্চিতে কী তুমুল আড্ডাই না আমরা মেরেছিলাম। তার মানে, হয় আমরা ভবিষ্যতে বাঁচছি, নয় অতীতে। তাই নয় কী ? মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে বাঁচো সুবু, মুহূর্তর মালাই জীবন, এই মুহূর্ত, right now!

দিও তো আমাকে কৃষ্ণমূর্তির বই। কোথায় পাব ?

ইন্দোরেই পাবে ভাল বইয়ের দোকানে। স্পিরিচুয়ালিজম এর উপরে ওঁর অনেক লেখা আছে। তোমাকে পাঠিয়ে দেব আমি। সারাটা জীবন তো উনি পশ্চিমেই কাটালেন অথচ তুমি নামই শোনোনি তাঁর।

শুনিনি। শুধু আমি কেন, আমার চেনা-পরিচিত অনেকেই শোনেননি।

এটা খুবই দু:খের। সমস্ত পশ্চিমী দুনিয়ারই একদিন আমাদের কাছে আসতে হবে। ওদের অধিকাংশরই জীবন নেই, জীবিকা আছে। অথচ জীবনের জন্যই জীবিকার উদ্ভব হয়েছিল একদিন। আর আজকে জীবিকার ভারে জীবন চাপা পড়ে গেছে। Robot হয়ে গেছে মানুষ। এই মানুষের আর কোনও ভবিষ্যৎই নেই। কষ্ট হয় ভাবলে।

আমাদের হিউস্টনে একটি এন. জি. ও আছে। তুমি তাদের একটা মান্থলি মিটিংয়ে বলতে রাজি আছ কাল ? তাহলে আমি কালই কমলিকা আর ন্যান্সিকে ই-মেইল করব। বল রাজি আছ কি না ! তোমার প্যাসেজ মানি ওরা দেবে। থাকা-খাওয়াও কারো বাড়িতে হবে। সঙ্গে আমি যাব। সেই তোমার পার্কস।

আমি হেসে বললাম, আমি তো পন্ডিত নই। আমার পান্ডিত্য হাফ-বয়েলড। লোক হাসিও না।

না, তুমি পন্ডিত নাই বা হলে পন্ডিতদের হদিস তো তুমি দিতে পারো।

তা অবশ্য পারব একটু একটু।

তাহলেই যথেষ্ট হবে। মানুষ মানুষীরা এখন driftwood হয়ে গেছি -- আমাদের কোনো সুনির্দিষ্ট স্রোতের মুখে ঠেলে দিতে পারলেই যথেষ্ট।

আমি বললাম, চলো এবারে উঠি। তোমার বাগানে হাঁটি একটু।

চলো। দুপুরে কী খাবে ?

খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ো না। তোমার সঙ্গ পাবার জন্যেই আসা। খেতে ত কলকাতায় গিয়েও পাব। তোমাকে ত পাব না।

মানে ? আমি কি তোমার খাদ্য ?

তুমি আমার খাদ্য পানীয় সব। ইচ্ছে করত একটা সময়ে তোমাকে চব্য-চোষ্য করে খাই।

এখন করে না ?

কী জানি ! জীবনের কোনও চাওয়াকেই বেশিদিন ফেলে রাখলে বকেয়া ঋণের মতো তা তামাদি হয়ে যায় বোধহয়।

আমি জানি না। আমার তেমন ভাগ্য কি হবে ? হলেও অনভ্যাসের ফোঁটায় কপাল চড়চড় করবে না তো ? সুবর্ণরেখা বলল।

আমি হেসে বললাম, ভবিষ্যতে না বাঁচাই ভাল। রাতের কথা রাতে কালকের কথা কালকে। চলো, এখন আমরা রোদের মধ্যে হেঁটে বেড়াই। কী মিষ্টি শীত পড়েছে বলো ?

চলো। তুমি পাশে থাকলে প্রখর গ্রীষ্মেও মিষ্টি লাগার কথা।

তাই ? সত্যি ! এমন করে কেউ বলবে এই বাহান্ন বছরের সুবর্ণরেখাকে তা আমি ভাবতেই পারি না।

তোমার বয়স তোমার কাছে বাহান্ন আমার কাছে তুমি সেই উনিশই আছ। গোপেন মেসোর পূর্বপল্লীর বাগানে বসন্তোৎসবের রাতে তোমাকে চুমু খেয়েছিলাম মনে আছে কি তোমার ?

আছে, মনে আছে। চুমুর মতো চুমু জীবনে ওই একবারই কেউ খেয়েছিল আমাকে। তারপরে কামড় খেয়েছি অনেক। কামের কামড়। স্বপ্নের চুমু কেউ খায়নি।

মনে হয় যেন সেদিনের কথা ! সত্যি বিশ্বাস করো আমাকে !

আজ রাতে খাব। আবার।

শান্তিনিকেতনের বসন্তোৎসবের চাঁদ কোথায় পাবে মধ্যপ্রদেশের ধার জেলায় ?

খাব খাব। ধারকে ভোঁতা করে নেব আমরা।

তুমি অতীতে বাঁচতে চাইছ। আমরা মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে বাঁচব। অন্তত দু দিন দু রাতের জন্যে।

বেশ। তুমি যা বলবে তাই হবে।

প্রমিস ?

প্রমিস।

....

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com

suman_ahm@yahoo.com